সংবাদ ছাইত্ব

কৃত্তিবাস ও ঝামেলা

কল্লোলিত কলিকাতা ! (থুড়ি! কলকাতা)। অন্তত 'আনন্দবাজার' সেই বার্তা দিকে দিকে পাঠাইতেছে এবং পাঠাইবে। কিন্তু ইদানীং বহুব্যবহৃত 'কল্লোলিত' শব্দটি ব্যবহার করিতেই নিজের কানে কেমন যেন খট্‌কা, কেমন যেন কুণ্ঠা জাগে কেন! কলিজা হাতড়াইয়া উত্তর পাইলাম ঃ কল্লোল-যুগ কবি গিয়াছে! কি সব ছাইপাঁশ লিখিয়া নিছক ভঙ্গি দিয়া যুগসাহিত্যের পিঁড়িতে বর সাজিয়া বসিয়াছিলেন একদল অর্বাচীন এবং প্রাচীনদের তুচ্ছচাচ্ছিল্য করার এক নূতন টেকনিক দ্বারা কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন কোনও এক অচিন্ত্যকুমার! অন্ততঃ সেই রকম একটা তির্যক অবহেলার ভাষায় ঝোনোহাওয়া আবার তুলিয়াছিলেন আর একটি সীহিত্য গোষ্ঠী এবং শুধু কলম ধরিয়া নয়, ---- আরও নানা নগ্ন আদিম ভঙ্গিমায় কীর্তির যে শিকড় চালাইয়া তাঁহারা বাঙলাসাহিত্যর পাতালরেল স্থাপন করিয়াছিলেন ---- সেকথা এখন সংবাদের শিরোনামায়। তার সময়ে কল্লোল বলিল ---- আরে ছোঃ! এদ্দিন কিসসু হয়নি। আবার ১৯৫৩ সালে 'কৃত্তিবাস' বলিল ঃ ট্র্যাশ্! জন্মে অবধি বাংলাসাহিত্য শিশুর মতো চুষি মুখে কাঁথা ভিজাইল! আমরা আসিলাম!

হ্যাঁ, সেই আসার সেই আবির্ভাবের একটা টুসকি বর্ণনা এই রকম ঃ

"কলকাতায় দাঁড়ানো যাক্। কৃত্তিবাস পত্রিকা তণতম কবিদের কাগজ হিসাবে প্রথম বেরোয় ' ৫৩ সালে। শঙ্খ, সুনীল, শক্তি তখন বাচচা ছেলে, তখনও গালে তেমন ক্ষুর পড়েনি.....

"বর্ণনাটি পড়িতেছি। এমন সময় আমাদের সম্পাদকীয় দরজার কড়া নাড়িয়া প্রবেশ করিল গোটা কয়েক টগবগে শরীর ---- উপরের বর্ণনার সঙ্গে হুবুহু মিল রাখিয়া বলা যায় 'বাচচা ছেলে, গালে তখনও তেমন ক্ষুর পড়েনি।.....'

--- কি চাই? ----- আসুন। বসুন।

--- কিছু চাই না। শুধু কৃষ্টি-কলার প্রচারই চাই। আমরা কাকদ্বীপের কচিসংসদ, কৃষ্টির পুজুরি।

--- আমরা নাম কল্লোল কানুনগো!

--- আমার নাম অভিমন্যু পূততুণ্ড

---- আমার নাম ভগীরথ গড়ুই।

তাহাদের বসিতে বলিলাম। আলাপে জানিলাম ---- কল্লোলের ঠাকুর্দার কলেজ ষ্ট্রিট এলাকায় বইয়ের দোকান ছিল; বই বিত্রি করিতেন। গোকুল নাগ-এর সঙ্গে ভাঁড়ে চা খাইয়াছেন। গোকুল নামের সেই শিহরণ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করায় নাতির নাম 'কল্লোল'!

"আমি সেই কল্লোল। দাদু বলতেন, 'ক' অক্ষরটাই বাঙালি কৃষ্টির কেল্লা। কলুটোলায় চোখ-বাঁধা যেমন ধন কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, বঙ্কিমের কাঁঠাল পাড়া বলদের মতো বাঙলি সাহিত্যের-ঘানি টেনেছে; কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রিট-কলেজ ষ্ট্রিটকে বেড় দিয়ে বেড়ে উঠেছে বইয়ের ব্যবসা। বাঙালির কলকাতা, কলিকালের কাঁথা মুড়ি দিয়েও কৃষ্টি ও কলাচর্চা করেছে মা কালীর প্রসাদ খেয়ে। কল্লোল এলো, কালিকলম এলো, ---- কৃত্তিবাস এলো.....সব এলো আর গেল। এখন বাঙালি বলতে আনন্দবাজারের 'কলকাতা' শীর্ষক চারপাতার মহাকালজয়ী ত্রোড়পত্র যেখানে কৃষ্টিটা উলঙ্গ পার্কষ্ট্রিট-মুখো রঙিন রন্ধনশালার লালা-ঝরা বিবরণে ঠাসা।

--- কল্লোলকে থামাইলাম। বুঝিলাম, ছেলেটি কইয়ে-বলিয়ে এবং তাতিয়া আছে। অভিমন্যুও তাই। আত্মপরিচয় দিয়া জানাইল, সে জোতদার! কিন্তু কল্লোলের কাকদ্বীপ কেন্দ্রিক কৃষ্টি আন্দোলনে সে অভিমুন্যর মতো সপ্তরথীবেষ্টিত হইলেও লড়িয়েয়া যাই।

ভগীরথ বলিল ঃ স্যার! ভারত দেশটার আগে নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। আমাদের কাকদ্বীপ হলো কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আর কামরূপ থেকে করাচী ---- ডাইনে বাঁয়ে আদ্যাক্ষরে কাক। আমাদের কাক কাকের বাসায় কোকিলের জন্ম হবে।

ওদের সঙ্গে দুটি মেয়ে ছিল। প্যান্ট-পেটিকোট ভূষিতা।

এইবার সম্পাদক হিসাবে জানিতে চাহিলাম ঃ

--- আমায় কি করতে বলেন এবং আপনারা গঠনমূলক কি করতে চলেছেন।

---- আপনি হলেন দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতা অঞ্চলের পত্রিকা-সম্পাদক। আমরা কৃত্তিবাস ওঝা মেলা করবো। আপনার কাছে চাই পাবলিশিটির সাহায্য। মুখ্যমন্ত্রীকে আনবার চেষ্টা চলছে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে সেক্রেটারিয়েটে অভিমন্যুর শালা কাজ করে। পঞ্চায়েত প্রধান থাকবেন। সভাপতি হবেন। তবে একজন কবিকে আমরা সংবর্ধনা জানাবো।

--- কে তিনি?

ওরা আমতা -আমতা করিতেছিল। আমি বলিলাম ঃ কবি গাঙ্গেয় ষড়ঙ্গীকে বাছুন।

---- ওরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল ঃ ওরে ববাস্। সেত' খাসা হয়। কিন্তু তিনি ত' পাত্তাই দেবেন না। কৃত্তিবাস ওঝা নাকি প্রাগতিহাসিক যুগের কবি। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে? ওদের কাতর মুখের দিকে চাহিয়া মায়া হইল। বলিলাম ঃ ঠিক আছে। আমি রাজি করাবো। আপনারা এগিয়ে পড়ুন।

উৎসাহ দিলাম। পরামর্শ দিলাম কিন্তু ঝামেলায়ও জড়াইলাম। সামনে কলকাতা কালচারের মিডিয়া-নিনাদিত ১৯৫৩ সালে জাত কৃত্তিবাস পত্রিকার গন্‌গনে কীর্তিকলাপ কাহিনী আর ---- কোথায় সেই পাঁচশত বছর পূর্বে জাত কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ কাহিনী? অছত আঞ্চলিক সংবাদের প্রতি ত' এক ধরনের কর্তব্যবোধ থাকে। কবি গাঙ্গেয় ষড়ঙ্গীর কিছু লেখা একদা কৃত্তিবাসে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলাকাব্যের জগতে আধুনিকতার দোহাই পাড়িয়া ওঝাগিরি ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি করা যায় কিন্তু বস্তাপচা কৃত্তিবাস ওঝার স্মরণমেলায় যাওয়া যায় না, একথা আমার মুখের উপর ছুঁড়িয়া দিলেও কি জানি কেন কবি ষড়ঙ্গী সম্মত হইলেন। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

মূল কলকাতার কৃত্তিবাস পত্রিকার কীর্তি-বাস ট-মাফিক যাত্রী বোঝাই হইয়া ছুটিল। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সেই সভায় উপস্থিত থাকায় কবিতা ও রাষ্ট্র লইয়া কিছু কুতর্ক হইল।

এইবার কাকদ্বীপের কৃত্তিবাস-মেলার কথায় আসি।

গ্রামাঞ্চলের মেলা। আনন্দবাজারিয়া না হোক আনন্দের হাট বাজার বটে। দুই দিন পুর্ব হইতেই বিশাল ফাঁকা মাঠ জনাকীর্ণ। তেলেভাজা, ফাঁপড়ভাজা, খুন্তি, কাস্তে, দা, পুতুল, দেশি-বিদেশিমাল কেনা-বেচা --- সে কি গম্‌গমে কাণ্ড। উদ্বোধনের সকালেই হাটির হইয়া অবাক। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান দেখিবার মতো। ট্রাংকভর্তি করিয়া আমার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা (কৃত্তিবাস ওঝা সংখ্যা) লইয়া গিয়াছি। আমি আনন্দে আত্মাহারা। সংখ্যাটি লোকে লুফিয়া লইবে এই আশায়।

দুপুর আড়াইটা । হঠাৎ কল্লোল অভিমন্যুদের খেয়াল হইল, বিশফুট বাই ছয়ফুট যে ফেস্টুনটি তাহারা তৈয়ারি করাইয়েছে তাহা মূল তোরণশীর্ষে টাঙানো হয় নাই। অথচ আর মাত্র আধঘন্টা সময়।

হুটোপাটি পড়িয়া গেল। ছোট্ ছোট্। হাজার হউক পল্লী-অঞ্চল, গাছগাছালির অন্ত নাই। তোরণদ্বারের দুইপাশে দুটি বৃক্ষ রহিয়াছে। একটি নিম, অপরটি পলাশ। একদিকে কল্লোল ভগীরথ, অন্যদিকে অভিমন্যু ও অন্য একজন।

.... ফেস্টুন টাঙানো সম্পন্ন। দেখিলাম, ঝোড়ো হাওয়ায় ফেস্টুন পত্‌পত্ কাঁপিতেছে। এমন সময় পঞ্চায়েত প্রধান প্রায় ছুটিতে ছুটিতে উপস্থিত। উত্তেজনায় কম্পমান।

--- সবর্বনাশ হয়েছে।

কি হয়েছে স্যার, সকলের সহিত আমরাও সেই প্রশ্ন।

--- কবি গাঙ্গেয় ষড়ঙ্গী গাড়ি থেকে নামলেন। সঙ্গে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মধ্যযুগীয় বাঙলা-সাহিত্য শাখার হেডক্লার্ক

নেমেই ওদের নজর পড়লো বিশাল ফেস্টুনের দিকে। প্রথমটা উল্লসিত হলেন কিন্তু একটু পরেই রাগে উত্তেজিত অবস্থায় ধপাস্ করে মাটিতে বসে পড়লেন তাঁর ট্রাউজার আর হাওয়াই-পরা থলথলে শরীর এলিয়ে।
--- কি হলো স্যার! কি হলো?
---- ঐ ফেস্টুন!
এতদূর শুনিবার পর আমিও ফেস্টুনের দিকে চাহিলাম। সবর্বনাশ। বিশ ফুট বাই ছয়ফুট সিল্কের রংচঙা ফেস্টুনে জ্বলজ্বলে লেখা ----

কৃত্তিবাস ও ঝামেলা

সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড।
---- ডাকো কেরামতুল্লাকে। কাকদ্বীপের গোটা চত্বরে দর্জি হিসাবে ওদের তিন পুষের খ্যাতি। তাকে দেওয়া হইয়াছিল ফেস্টুনের অর্ডার। স্পষ্ট বলা ছিল --- কৃত্তিবাস ওঝা মেলা। আর ও কিনা সেটা করেছে কৃত্তিবাস ও ঝামেলা!
"দশদিন আগে ডেলিভারি দিয়ে গেছে। কেউ খুলেও দেখলো না?" - চিৎকার করিয়া উঠিল কল্লোল।
আমি হতাশ হইয়া ট্রাঙ্কজাত কৃত্তিবাস বিশেষ সংখ্যাটির ভবিষ্যৎ লইয়া ঘামিতে লাগিলাম।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com